বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার আদেশ

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২০/০২

তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.berc.org.bd

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	বিউবো এর আবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	০১
২	বিউবো এর আবেদন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ	০২
৩	বিউবো এর আবেদন কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক মূল্যায়ন	০২
৪	কমিশন কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানি	০৫
৫	স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মতামত	০৭
৬	কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	১০
৭	একক ক্রেতা হিসেবে বিউবো এর রাজস্ব চাহিদা	১৫
৮	মূল্যহার আদেশ	১৭
পরিশিষ্ট-'ক'	পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০	১৯

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার আদেশ

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২০/০২

তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ (খ) এবং ৩৪ অনুসারে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে গণশুনানি প্রদানপূর্বক বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণান্তে অদ্য ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে এ আদেশ দেয়া হলো।

১.০ বিউবো এর আবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) ১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার পরিবর্তনের জন্য কমিশনে আবেদন দাখিল করে। উক্ত আবেদনে বিউবো পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের গড় সরবরাহ ব্যয় বিবেচনায় ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে কার্যকর করে বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব করেছে।

১.২ আবেদনে বিউবো উল্লেখ করেছে যে, জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের নিকট বিদ্যুতের একক ক্রেতা হিসেবে সম্ভাব্য ৭৬,৮৩০ মিলিয়ন কি.ও.ঘ. বাল্ক বিদ্যুৎ বিক্রয়ের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বাবদ মোট ৪,৫২,০৮৯ মিলিয়ন টাকার প্রয়োজন হবে। ফলে বাল্ক পর্যায়ে বিদ্যুতের গড় সরবরাহ ব্যয় ৫.৮৮ টাকা/কি.ও.ঘ. হিসেবে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের পাইকারি মূল্যহার সমন্বয় করা প্রয়োজন। বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার পরিবর্তনের যৌক্তিকতা হিসেবে বিউবো তাদের আবেদনে ক্যাপাসিটি চার্জের পরিমাণ বৃদ্ধি, গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি, গ্যাসের মূল্যহারে ডিমান্ড চার্জ আরোপ, কয়লার ওপর ৫% হারে ভ্যাট ধার্য করা, অবচয় বৃদ্ধি, Export Credit Agency (ECA) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সুদ পরিশোধ, তুলনামুলক কম মূল্যহারে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ (পবিস) কর্তৃক বিদ্যুৎ গ্রহণের আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পাওয়ায় গড় বাল্ক মূল্যহার হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি কারণ উল্লেখ করেছে।

১.৩ বিউবো জানিয়েছে যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভারিত গড় (Weighted Average) পাইকারি মূল্যহার ছিল ৪.৮০ টাকা/কি.ও.ঘ.। আবেদনে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীভিত্তিক সম্ভাব্য বিদ্যুৎ বিক্রয় অনুযায়ী ভারিত গড় পাইকারি মূল্যহার দাঁড়াবে ৪.৭৭ টাকা/কি.ও.ঘ. এবং সে অনুযায়ী ঘাটতি হবে ১.১১ টাকা/কি.ও.ঘ.।

২.০ বিউবো এর আবেদন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ

২.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮ অনুযায়ী কমিশন আবেদনটি প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও দলিলাদি দাখিল করার জন্য ২৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বিউবো-কে নির্দেশ প্রদান করে। বিউবো ০৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে চাহিত তথ্যাদি কমিশনে দাখিল করে।

২.২ বিউবো এর আবেদনটি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে উক্ত প্রবিধানমালার তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি (Methodology) অনুসারে তা মূল্যায়নের জন্য ইতঃপুর্বে কমিশন কর্তৃক গঠিত 'কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (Technical Evaluation Committee-TEC)'-কে নির্দেশ প্রদান করে।

২.৩ কমিশন ২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১০:০০ টায় কারওয়ান বাজারস্থ টিসিবি অডিটরিয়ামে বিউবো এর পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর গণশুনানির দিন, সময় এবং স্থান নির্ধারণ করে।

৩.০ বিউবো এর আবেদন কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক মূল্যায়ন

৩.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে বিউবো এর আবেদন মূল্যায়ন করে TEC একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে কমিশনে দাখিল করে, যার প্রধান বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৩.১.১ বিউবো আবেদনের সাথে ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, ২০১৯-২০ অর্থবছরের সাময়িক এবং জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ের প্রাক্কলিত হিসাব কমিশনে দাখিল করে। TEC ২০১৮-১৯ অর্থবছরেকে যাচাইবর্ষ (Test Year)/রেফারেন্স বছর বিবেচনা করে উক্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর ভিত্তিতে জ্ঞাত (Known) এবং পরিমাপযোগ্য (Measurable) নির্ণায়ক (Criteria) অনুসরণ করে প্রোফরমা সমন্বয়ের (Proforma Adjustment) মাধ্যমে বিউবো এর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ের রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করে।

৩.১.২ TEC মেরিট অর্ডার ডিসপ্যাচ প্রিন্সিপ্যাল, বিগত চার বছরের প্ল্যান্টভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ, প্রতিটি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী থেকে প্রাপ্ত চাহিদা, সঞ্চালন লস, বিতরণ লস, বাৎসরিক চাহিদা বৃদ্ধি ইত্যাদি পর্যালোচনাক্রমে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ের জন্য একক ক্রেতা হিসেবে বিউবো এর নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৭৯,০৬৪ মিলিয়ন কি.ও.ঘ. প্রাক্কলন করে।

৩.১.৩ TEC বিউবো এর নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণে পেইড-আপ ক্যাপিটাল এবং অন্যান্য ইক্যুইটির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের ০২ (দুই) বছর মেয়াদী ট্রেজারী বিল নিলামের হার ৮.৭৩% এর অর্ধেক তথা ৪.৩৭% এবং সরকারি ও বৈদেশিক ঋণের ওপর যথাক্রমে ৩% ও ৫% সুদের হার বিবেচনায় রেট বেজের ওপর ভারিত গড়ে ৩.৮০% রিটার্ন হিসেবে বিউবো এর রিটার্ন অন রেট বেজ ১২,৩৮০ মিলিয়ন টাকা নিরূপণ করে।

৩.১.৪ বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণিতে ০১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে কার্যকর প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার প্রতি ঘনমিটার ৪.৪৫ টাকা ও ডিমান্ড চার্জ প্রতি ঘনমিটার অনুমোদিত লোডের বিপরীতে মাসে ০.১০ টাকা, বিপিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত ফার্নেস অয়েলের মূল্য লিটারপ্রতি ৪২ টাকা ও ডিজেলের মূল্য লিটারপ্রতি ৬৫ টাকা, সরাসরি আমদানিকৃত ফার্নেস অয়েলের মূল্য লিটারপ্রতি ৪১ টাকা এবং দেশীয় উৎপাদিত কয়লার মূল্য প্রতি টন ১৩০ মার্কিন ডলার ও আমদানিকৃত কয়লার মূল্য প্রতি টন ৮৮ মার্কিন ডলার বিবেচনা করে TEC জ্বালানি ব্যয় নিরূপণ করে।

৩.১.৫ TEC এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে বিউবো এর নিজস্ব জ্বালানি ব্যয় ৪২,৫৮৮ মিলিয়ন টাকা; জনবল ব্যয় ৬,৭১৩ মিলিয়ন টাকা; মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে যাচাইবর্ষের প্রকৃত ব্যয় এবং বিউবো এর প্রস্তাবিত সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট ও ভোলা ২২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Overhauling ব্যয়ের প্রাক্কলনের ভিত্তিতে ৬,০৪৭ মিলিয়ন টাকা; অফিস এবং সাধারণ ও প্রশাসনিক ব্যয় খাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষিত ব্যয়ের চেয়ে বার্ষিক ৫% অধিক; পুনর্মূল্যায়িত সম্পদের ওপর ১,১১৩ মিলিয়ন টাকা অবচয় বাদ দিয়ে এবং নির্মাণাধীন ০৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের (নতুন এবং Re-Powering) বিপরীতে ৭৬,৯৬৩ মিলিয়ন টাকার নতুন সম্পদ সংযোজন বিবেচনা করে অবচয় খাতে ১৬,০৬৫ মিলিয়ন টাকা; সাম্প্রতিক সময়ে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৯ সালের বিনিময় হার পরিবর্তনের ধারা পর্যালোচনায় ২০২০ সাল সমাপ্তিতে প্রাক্কলিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ভিত্তিতে (মার্কিন ডলার ৮৬.৪৪ টাকা, কুয়েতি দিনার ২৮৩.৯৬ টাকা, এসডিআর ১১৬.৯২ টাকা, ইউরো ৯৪.০৮ টাকা, ইউএই দিহরাম ২৩.৪৭ টাকা, সৌদি রিয়াল ২২.৯৯ টাকা) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত লাভ-ক্ষতি খাতে ১,৩৫০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় প্রাক্কলনসহ বিউবো এর নিজস্ব উৎপাদন ব্যয় নিরূপণ করে ৮৮,৯০৮ মিলিয়ন টাকা। TEC যাচাইবর্ষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আয়ের ভিত্তিতে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে বিউবো এর অন্যান্য পরিচালন আয় নিরূপণ করে ১৩,২৯৬ মিলিয়ন টাকা।

৩.১.৬ TEC মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর, যেমন: হাইড্রো ৩৬.৭৯%, কয়লা ৫৪.২১%, গ্যাস ৫৮.৪৯%, ফার্নেস অয়েল ২০.১৮% এবং ডিজেল ০.০২% বিবেচনায় জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে এসবিইউ হরিপুর, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড (এপিএসসিএল), ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি), নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (নওপাজেকো),

রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড (আরপিসিএল) এবং বিআর-পাওয়ারজেন লিমিটেড থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয় প্রাক্কলন করে যথাক্রমে ৩৬১; ২২,৫৪৪; ১৩,৮৭৯; ৪৯,৮৮৩; ৪,২৭৮ এবং ৭,৬৪৫ মিলিয়ন টাকা। TEC আইপিপি এবং রেন্টাল থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয় প্রাক্কলন করে যথাক্রমে ১,৭২,৮০২ এবং ৩২,৯৪৭ মিলিয়ন টাকা। TEC এর মূল্যায়নে বৈদেশিক মুদ্রায় বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় পরিশোধের ক্ষেত্রে ২০২০ সালে মার্কিন ডলারের গড় বিনিময় হার বিবেচনা করা হয় ৮৫.৫০ টাকা। TEC ভারত থেকে আমদানিকৃত বিদ্যুতের ব্যয় জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে প্রাক্কলন করে ৪৫,৫৮৯ মিলিয়ন টাকা। TEC বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিলের বিদ্যমান জমার হার ০.১৫ টাকা/কি.ও.ঘ. হিসেবে উক্ত তহবিলে ১১,৫১১ মিলিয়ন টাকা বিবেচনা করে।

৩.১.৭ TEC এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে বিউবো এর নীট রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ (মোট রাজস্ব চাহিদা থেকে অন্যান্য আয় বাদ দিয়ে) ৪,৩৭,০৫১ মিলিয়ন টাকা বা ৫.৭০ টাকা/কি.ও.ঘ.। সে অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে বিউবো এর ঘাটতি ০.৯৩ টাকা/কি.ও.ঘ. (৫.৭০-৪.৭৭ টাকা/কি.ও.ঘ.)।

৩.১.৮ TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত বিষয়ে কমিশন কর্তৃক নির্দেশনা প্রদানের সুপারিশ করে:

(ক) কমিশনের আদেশ অনুযায়ী ট্যারিফ ঘাটতি পূরণে সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত ভর্তুকির অর্থ বিউবো এর আয় হিসেবে হিসাবভুক্ত করা;

(খ) কমিশনের আদেশে বিবেচিত আমদানিকৃত তরল জ্বালানির মূল্য এবং বৈদেশিক মুদ্রার হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত লাভ-ক্ষতি থেকে প্রকৃত ব্যয় ভিন্ন হলে বর্ধিত অর্থ সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত ভর্তুকির সাথে সমন্বয় করা অথবা উদ্বৃত্ত অর্থ পৃথক Reserve Fund এ রাখা;

(গ) বিউবো এর আওতার মধ্যে একক ক্রেতার function সুনির্দিষ্ট করা;

(ঘ) একক ক্রেতার আয়-ব্যয় এবং দায়-সম্পদের হিসাব পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা এবং পৃথক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা;

(ঙ) এলএনজি আমদানি বিবেচনায় নিকট ভবিষ্যতে কোনো তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন না করা;

(চ) বিউবো এর মালিকানাধীন গ্যাসভিত্তিক সিলেট ২০ মেগাওয়াট, ঘোড়াশাল ইউনিট-১ ও ২ (১১০ মেগাওয়াট) এবং হরিপুর এসবিইউ (৬৪ মেগাওয়াট) প্ল্যান্টসমূহের ইকনোমিক লাইফ বহু পূর্বেই সমাপ্ত হয়েছে। এসকল পাওয়ার প্ল্যান্ট Highly Inefficient হওয়ায় ব্যবহৃত গ্যাসের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহ অবিলম্বে রিটায়ারমেন্টে পাঠানো। বর্ণিত পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহের জন্য বরাদ্দ গ্যাস বিউবো এর নতুন দক্ষ পাওয়ার প্ল্যান্টে ব্যবহার করা;

(ছ) বিউবো এর পুরাতন এবং অদক্ষ পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহ বিশেষ করে সিদ্ধিরগঞ্জ ২১০ মেগাওয়াট (বর্তমান ক্যাপাসিটি ১৫০ মেগাওয়াট) এবং বড়পুকুরিয়া ২৫০ মেগাওয়াট (বর্তমান ক্যাপাসিটি ১৫০ মেগাওয়াট) পাওয়ার প্ল্যান্ট এর ক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য Feasibility Study সম্পাদন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া;

(জ) বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার সংক্রান্ত কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশে ডিজেলভিত্তিক ৪টি প্ল্যান্ট (ভেড়ামারা ৬০ মেগাওয়াট, সৈয়দপুর ২০ মেগাওয়াট, রংপুর ২০ মেগাওয়াট এবং বরিশাল ৪০ মেগাওয়াট) অবসরে পাঠানোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তবে উক্ত প্ল্যান্টসমূহ এখনও চালু রয়েছে বিধায় অবিলম্বে কমিশনের পূর্বের আদেশ বাস্তবায়ন করা।

(ঝ) অবচয় তহবিলে যথাযথভাবে অর্থ জমা করা।

৪.০ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানি

৪.১ কমিশন ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বিউবো এর পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করে। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং ২৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক আমাদের সময়, দৈনিক ভোরের কাগজ, দা ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, দা ডেইলি অবজারভার ও দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে কমিশন কর্তৃক লিখিত নোটিশ প্রদান করা হয়। গণবিজ্ঞপ্তি এবং লিখিত নোটিশে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্ধারিত গণশুনানিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে কমিশনে নাম তালিকাভুক্তকরণ এবং গণশুনানি-পূর্ব লিখিত বক্তব্য/মতামত কমিশনে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়।

৪.২ বিএসআরএম স্টিল মিলস্ লিমিটেড বিউবো এর পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের বিষয়ে গণশুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে।

৪.৩ ২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে টিসিবি অডিটরিয়ামে বিউবো এর পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

৪.৪ গণশুনানিতে আবেদনকারী বিউবো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা), গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল), তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড,

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড (আরপিসিএল), বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহ, বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই), বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ), কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), গণসংহতি আন্দোলন, মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), বাংলাদেশ লেবার পার্টি, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ মোবাইল ফোন রিচার্জ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কর্মসংস্থান আন্দোলন এবং গ্রীণ ভয়েস এর প্রতিনিধিবৃন্দ; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মো: নুরুল ইসলাম; বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৪.৫ কমিশনের চেয়ারম্যান কমিশন কর্তৃক গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং এর বিচারিক তাৎপর্য উল্লেখপূর্বক বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবটি যে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত (Just and Reasonable) তা প্রমাণের দায়িত্ব বিউবো কর্তৃপক্ষের মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি বিউবো-কে তাদের প্রস্তাব উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

৪.৬ বিউবো বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের যৌক্তিকতায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করে:

(ক) আমদানিকৃত ফার্নেস অয়েলের লিটারপ্রতি মূল্য কমিশনের পূর্ববর্তী আদেশে বিবেচনা করা হয় ৩২.০০ টাকা, বিউবো এর বর্তমান আবেদনে যা লিটার প্রতি ৪৫.০০ টাকা বিবেচনা করা হয়েছে। এর ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) কমিশনের পূর্ববর্তী আদেশের পর মার্কিন ডলারের মূল্য বৃদ্ধির ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে;

(গ) নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ফলে ক্যাপাসিটি পেমেন্টের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে;

(ঘ) তুলনামূলক কম মূল্যহারে বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহ কর্তৃক বিদ্যুৎ গ্রহণের আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পাওয়ায় গড় বাল্ক মূল্যহার হ্রাস পেয়েছে, ইত্যাদি

৪.৭ TEC ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে কমিশনে দাখিলকৃত বিউবো এর পাইকারি মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন গণশুনানিতে উপস্থাপন করে, যা সংক্ষিপ্তভাবে অনুচ্ছেদ-৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.০ স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মতামত

স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণ গণশুনানিতে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। ক্যাব এবং বিউবো গণশুনানি-উত্তর লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের গণশুনানি এবং গণশুনানি-উত্তর মতামত নিম্নরূপ:

৫.১ কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব):

গণশুনানি এবং গণশুনানি-উত্তর মতামত ব্যক্ত করা হয় যে,

(ক) মূল্যহার পরিবর্তনের বিবেচ্য বিষয় হিসেবে বিইআরসি কর্তৃক প্রবর্তিত মূল্যহার নির্ধারণের নির্ণায়ক (Criteria) বিবেচনায় নেয়া; Wednesbury Principle মতে সততা/সুবিবেচনা (Fairness) নিশ্চিত করা; মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহে বিরাজমান অনিশ্চয়তা; সম্পদ যতটুকু ব্যবহার হয় ততটুকুর ওপর অবচয় ব্যয় ধার্য করা; সরকারি সংস্থা বিধায় বিউবো এর সেবা বাণিজ্যিক নয়, না লাভ-না ক্ষতি পরিচালনা বিবেচনা করা; সঠিক মাপে ও মানে ভোক্তার বিদ্যুৎ প্রাপ্তির অধিকার সুরক্ষা করা;

(খ) বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাবে বিউবো এর রাজস্ব ঘাটতি যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত কি না তার যাচাই-বাছাই গণশুনানি প্রক্রিয়ায় অনুপস্থিত রয়েছে;

(গ) বিউবো বিদ্যুতের একক ক্রেতা হওয়া সত্ত্বেও বিতরণ ইউটিলিটিসমূহ অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি বিদ্যুৎ ক্রয় করছে। বিউবো এর ভোলা বিদ্যুৎ কেন্দ্র দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর কম থাকে। এ ধরনের অসঙ্গতি থেকে বিউবো এর বিদ্যুতের ব্যয় বাড়ছে;

(ঘ) সঠিক দামে বিদ্যুৎ দিতে হলে জ্বালানির মূল্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন;

(ঙ) প্রাইভেট সেক্টরকে তেল আমদানির সুযোগ না দিলে বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি হতো না;

(চ) ক্যাব এর বিভিন্ন অভিযোগ বিইআরসি নিষ্পত্তি করে না;

(ছ) উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ পর্যায়ে অযৌক্তিক ব্যয় সর্বমোট ১০,৪৯৪ কোটি টাকা (রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ ২,১৭৬ কোটি টাকা; বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল রহিত করা হলে ১,৩০৫ কোটি টাকা; সঞ্চালন লস ২.৭৫% এর পরিবর্তে ৩.০০% এ বৃদ্ধি করা হলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ১১০ কোটি টাকা; উৎপাদন পর্যায়ে বিউবো-কে মুনাফামুক্ত ধরায় সমন্বয় ৫০০ কোটি টাকা; সরকারি নীতির আওতায় প্রান্তিক ও সেচ গ্রাহককে স্বল্প মূল্যহারে বিদ্যুৎ প্রদান করায় পাইকারি মূল্যহারে আর্থিক ঘাটতি ৪,৫০০ কোটি টাকা; পিজিসিবি এর পরিশোধিত মূলধনের ওপর রিটার্ন ১২% এর পরিবর্তে ১৫% ধরায় লভ্যাংশ বৃদ্ধি ১৩ কোটি টাকা; ডেসকো এর পরিশোধিত মূলধনের ওপর রিটার্ন ১২% এর পরিবর্তে ১৫% ধরায় লভ্যাংশ বৃদ্ধি এবং বিতরণে বিউবো এর ও বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের মুনাফা ১,০৮৮ কোটি টাকা এবং সরকারি নীতিগত কারণে বাপবিবো এর পবিসসমূহের জনবল ও অবচয় ব্যয় বৃদ্ধি ৮০২ কোটি টাকা) ঘাটতিতে সমন্বয়ক্রমে বিদ্যুতের পাইকারি, সঞ্চালন ও খুচরা মূল্যহার পরিবর্তন করা;

(জ) ৩১ বছরের উর্ধ্বের বয়সের ১,৪৩৪ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতার প্ল্যান্টসমূহের উৎপাদিত বিদ্যুতের আর্থিক ঘাটতি মূল্যহারে সমন্বয় না করা;

(ঝ) উৎপাদন সামর্থ্য বৃদ্ধির যথার্থতা নিরূপণের লক্ষ্যে অংশীজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা;

(ঞ) মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব মূল্যায়নে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত না হওয়া;

(ট) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়নে অর্থায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, কয়লা, গ্যাস ও তেল খাতে মজুদ অর্থে বিইআরসি এর আওতাধীনে তহবিল গঠন করা; এবং

(ঠ) সকল ক্রয়ে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির (Direct Procurement Method-DPM) পরিবর্তে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (Open Tender Method-OTM) নিশ্চিত করা, ইত্যাদি।

৫.২ **বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ):**

তৈরি পোশাক খাতে প্রায় ৪৪ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান এবং প্রায় ০৪ কোটি লোক এ খাতের ওপর পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। ২০১৭ এবং ২০১৯ সালে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি পেলে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে তৈরি পোশাক শিল্পের টিকে থাকা কঠিন হবে । এ বিবেচনায় বিদ্যুতের পাইকারি, সঞ্চালন এবং খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি না করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

৫.৩ **বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ):**

তৈরি পোশাক শিল্পে 'কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস' বেড়ে যাচ্ছে। ফ্যাক্টরিগুলোতে বিদ্যুতের কোয়ালিটি সাপ্লাই না থাকায় ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্টের দিকে যেতে হচ্ছে বলে খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এই সেক্টরের প্রতিযোগিতা এবং বিনিয়োগ বাড়ানোর কথা বিবেচনা করে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি না করার অনুরোধ জানানো হয়।

৫.৪ **বিএসআরএম স্টিল মিলস লিমিটেড:**

বিউবো এর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং বিদ্যুৎ বিক্রয়ে উন্নত ব্যবস্থাপনার কারণে বিদ্যুতের মূল্যহার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহকের স্বার্থে কমিয়ে দেয়া আবশ্যক।

৫.৫ **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি):**

গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধিতে বিদ্যুতের মূল্য প্রভাবিত হবে না বলা হলেও বিদ্যুতের দাম পরিবর্তনের এ গণশুনানির আয়োজন করে কমিশন সে অবস্থান থেকে সরে এসেছে। তাই জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে কমিশনকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

৫.৬ **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি):**

মূল্যবৃদ্ধির সামাজিক প্রভাব বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের প্রস্তাবে থাকা উচিত। বড়পুকুরিয়া সহ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারণে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদ্যুৎখাতকে দুর্নীতি ও অদক্ষতা থেকে বের করে আনার আহ্বান জানানো হয়।

৫.৭ **গণসংহতি আন্দোলন:**

রেন্টাল ও ক্যুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পেলে জনজীবনে ভোগান্তি বাড়বে বিশেষ করে রপ্তানি খাত প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারাবে, ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবে এবং কর্মসংস্থান কমবে। বিদ্যুৎ ইউটিলিটিগুলো সেবার মনোভাব থেকে বেরিয়ে এলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মুখ থুবড়ে পড়বে। তাই বিদ্যুতের ব্যয়বহুল উৎপাদন কমিয়ে সাশ্রয়ী উৎপাদনে যাবার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

৫.৮ **বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন:**

টেলিকম খাতে ৮৫,০০০ বিটিএস এর জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন। বিদ্যুতের দাম বাড়লে টেলিকম খাতে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিদ্যুতের যন্ত্রপাতি সঠিক নিয়মে ক্রয় করা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য কমিশনকে অডিট করার আহ্বান জানানো হয়।

৫.৯ **বাংলাদেশ লেবার পার্টি:**

বিদ্যুৎ খাতকে দুর্নীতিমুক্ত করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

৫.১০ **বাংলাদেশ কর্মসংস্থান আন্দোলন:**

বিদ্যুতের দাম বাড়লে ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবে এবং বেকারত্ব বাড়বে। মধ্যস্বত্বভোগীরা এ দাম বৃদ্ধির সুফল নেবে বিধায় এ বিষয়ে সুসিদ্ধান্তের অনুরোধ জানানো হয়।

৫.১১ **বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো):**

বিউবো গণশুনানি-উত্তর লিখিত বক্তব্যে নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করে:

(ক) বিউবো এর বাল্ক ট্যারিফ নির্ধারণে সঞ্চালন লস ৩.০০% বিবেচনা করা;

(খ) বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের নিমিত্ত জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে দৈনিক ১,৩২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করার জন্য পেট্রোবাংলা-কে নির্দেশনা প্রদান করা;

(গ) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এবং ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো) কর্তৃক নির্মিতব্য ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্রগুলোতে ৩৩ কেভি এর পরিবর্তে ১৩২ কেভি লেভেলে বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্দেশনা প্রদান করা; এবং

(ঘ) বিদ্যুতের গড় মূল্যহার হ্রাস পেয়ে বিউবো এর আর্থিক ক্ষতি এড়ানোর জন্য বাপবিবো এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ কর্তৃক সঠিক মাত্রায় বিদ্যুতের চাহিদা প্রক্ষেপণ করার নির্দেশনা প্রদান করা।

৫.১২ **ড. মো: নুরুল ইসলাম, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট):**

বিউবো বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ এবং বিদ্যুতের একক ক্রেতা-এ তিন ধরনের কার্যক্রম সম্পাদন করছে। এ তিন ধরনের কাজের জন্য তিনটি পৃথক কোম্পানী গঠন করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৫.১৩ **সংবাদ সংস্থা ইউএনবি:**

(ক) পার্শ্ববর্তী দেশে Open Market এ বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। বর্তমানে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ৫০% প্রাইভেট সেক্টর থেকে আসে। এ অবস্থায় বিদ্যুৎ খাতে Open Market চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

(খ) বিদ্যুৎ সংকট না থাকায় বিদ্যুৎ ও জালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ বাতিল করা প্রয়োজন।

৬.০ কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

৬.১ গণশুনানি এবং গণশুনানি-উত্তর পক্ষগণের মতামতে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কর্তৃক সরাসরি ফার্নেস অয়েল আমদানির সুযোগ না দেয়া, বিউবো এর তিন ধরনের কাজের জন্য পৃথক তিনটি কোম্পানী গঠন করা, বিদ্যুৎ খাতে Open Market চালু করা, বিদ্যুৎ ও জালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ বাতিল করা এবং সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি পরিহার করে সকল ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি নিশ্চিত করার বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। এসকল বিষয় সরকারের নীতি নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পৃক্ত এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা জড়িত বিধায় কমিশন কর্তৃক বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণে বিবেচনার সুযোগ নেই।

৬.২ গণশুনানিতে বিভিন্ন পক্ষ সঞ্চালন লস ৩.০০% এর পরিবর্তে ২.৭৫% ধরার দাবী জানিয়েছে। পিজিসিবি তাদের সঞ্চালন মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব গণশুনানিতে উপস্থাপনকালে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তাদের সঞ্চালন লস ২.৭৫% মর্মে উল্লেখ করেছে। এমতাবস্থায়, বিদ্যুতের পাইকারি পর্যায়ে সরবরাহ ব্যয় নিরূপণে সঞ্চালন লস ২.৭৫% বিবেচনা করা যথাযথ বলে কমিশন মনে করে।

৬.৩ রেন্টাল এবং ক্যুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ বিদ্যুতের মূল্যহারে সমন্বয় না করার বিষয়ে গণশুনানিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলভিত্তিক প্রায় ৫,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বিউবো এবং অন্যান্য বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রতি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় ১৭ থেকে ১৯ টাকা। অন্যদিকে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রতি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় অনেক কম। এমতাবস্থায়, ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলভিত্তিক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের মেয়াদ পুনরায় বৃদ্ধি না করা, উচ্চ উৎপাদন ব্যয়ের বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ যথাসম্ভব ক্রয় না করা এবং সম্ভব স্বল্পতম সময়ে দেশের যে সকল অঞ্চলে গ্যাস নেটওয়ার্ক বিদ্যমান সে সকল স্থানে স্থাপিত তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দেওয়া সমীচীন বলে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান।

৬.৪ বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল রহিত করার বিষয়ে গণশুনানিতে এবং গণশুনানি-উত্তর মতামতে বক্তব্য এসেছে। ০১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ হতে কার্যকর পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহারে উক্ত তহবিলে জমার হার ভোক্তাস্বার্থে ০.২৫ টাকা/কি.ও.ঘ. এর পরিবর্তে ০.১৫ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। তাই ভোক্তাস্বার্থে এ পর্যায়ে উক্ত তহবিলে গ্রাহকের কন্ট্রিবিউশন আরও কিছুদিন বহাল রাখা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। উল্লেখ্য, উক্ত তহবিলের অর্থায়নে ০৫টি প্রকল্পের মধ্যে (বিবিয়ানা গ্যাস বেজড কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট কনভার্শন অব সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট থেকে ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি, কনস্ট্রাকশন অব শাহজীবাজার গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং রাউজান ৪০০ (± ১০%) মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম) কয়েকটি প্রকল্পের কাজ প্রায় সমাপ্ত। উক্ত প্রকল্পসমূহ থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ শ্রীঘ্রই জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে, যার সুফল ভোক্তারা পাবে।

৬.৫ কয়লাভিত্তিক পায়রা ১,৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের জন্য নওপাজেকো এর ইক্যুইটি বাবদ বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রদত্ত ১,১৮৪ কোটি টাকার বিপরীতে উক্ত প্রকল্পের মালিকানার শেয়ার বিউবো-কে প্রদানের বিষয়ে গণশুনানি-উত্তর মতামতে বক্তব্য এসেছে, যা আরও পর্যালোচনার দাবী রাখে।

৬.৬ গণশুনানি-উত্তর মতামতে বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল গাইডলাইন্স, ২০১৯ বাতিল করার দাবী জানানো হয়েছে, যা উচ্চ আদালতে বিচারাধীন আছে।

৬.৭ সরকারি সংস্থা বিধায় বিউবো এর সেবা বাণিজ্যিক নয়, না লাভ-না ক্ষতি পরিচালনা বিবেচনা করার জন্য গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(২)(ঙ) অনুযায়ী ট্যারিফ নির্ধারণের নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিতরণ ও সরবরাহ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা বিবেচিত হয়। উক্ত আইনের আওতায় প্রণীত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮ এর তফসিলে বর্ণিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ মেথডলজি অনুযায়ী বিউবো এর ইক্যুইটির ওপর রিটার্ন নির্ধারণ করা হয়। তবে ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা, কমিশনের আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নসহ সংস্থার সার্বিক Performance মূল্যায়নপূর্বক ইক্যুইটি এর ওপর রিটার্নের হার নির্ধারণ করা সমীচীন বলে কমিশন মনে করে।

৬.৮ বিউবো এর মালিকানাধীন গ্যাসভিত্তিক সিলেট ২০ মেগাওয়াট, ঘোড়াশাল ১১০ মেগাওয়াট (ইউনিট ১ ও ২) এবং হরিপুর ৬৪ মেগাওয়াট (ইউনিট ১ ও ২) বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের ইকোনোমিক লাইফ বহুপূর্বেই সমাপ্ত হয়েছে। এসকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ Highly Inefficient হওয়ায় গ্যাসের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সেগুলো অবসরে (Retirement) পাঠানোর বিষয়ে গণশুনানিতে আলোচনা হয়েছে, যা যৌক্তিক ও প্রয়োজন মর্মে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান।

৬.৯ বিউবো এর মালিকানাধীন ১৪০ মেগাওয়াট ডিজেলভিত্তিক ৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ভেড়ামারা ৬০ মেগাওয়াট, সৈয়দপুর ২০ মেগাওয়াট, রংপুর ২০ মেগাওয়াট এবং বরিশাল ৪০ মেগাওয়াট) অবসরে পাঠানোর জন্য ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে আদেশ প্রদান করা হয়েছে বিধায় উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের ব্যয় বিউবো এর রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত না করা যথাযথ হয়েছে।

৬.১০ ৩১ বছর বয়সের উর্দ্ধের ১,৪৩৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুতের আর্থিক ঘাটতি মূল্যহারে সমন্বয় না করার বিষয়ে গণশুনানি-উত্তর মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত ১,৪৩৪ মেগাওয়াট [ঘোড়াশাল ৫৩০ মেগাওয়াট (ইউনিট ১, ২, ৩ ও ৪), হরিপুর (১ ও ২ ইউনিট) ৬৪ মেগাওয়াট, সিলেট ২০ মেগাওয়াট, কর্ণফুলী হাইড্রো ২৩০ মেগাওয়াট, আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট (ইউনিট ৩, ৪ ও ৫), ডিজেলভিত্তিক ভেড়ামারা ৬০ মেগাওয়াট, সৈয়দপুর ২০ মেগাওয়াট, রংপুর ২০ মেগাওয়াট এবং বরিশাল ৪০ মেগাওয়াট] সরকারি মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, যেগুলোর মধ্যে-

(ক) বিউবো এর মালিকানাধীন কর্ণফুলী হাউড্রো বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যয় সর্বনিম্ন বিধায় তা চালু থাকা দরকার; ঘোড়াশাল ইউনিট ১ এবং ২ এর ইকোনোমিক লাইফ বহুপূর্বেই সমাপ্ত হয়েছে বিধায় অবসরে পাঠানো প্রয়োজন এবং ইউনিট ৩ ও ৪ এর Re-Powering কার্যক্রম সমাপ্তির পর্যায়ে। এছাড়া বিউবো এর ১৪০ মেগাওয়াট ডিজেলভিত্তিক ৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবসরে পাঠানোর জন্য ইতোমধ্যে কমিশন কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) এপিএসসিএল এর মালিকানাধীন আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট ৩, ৪ এবং ৫ এর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির (Power Purchase Agreement-PPA) এর মেয়াদ সমাপ্তির তারিখ যথাক্রমে ১৭ ডিসেম্বর ২০২১, ০৫ এপ্রিল ২০২২ এবং ২১ মার্চ ২০২৩। বর্ণিতাবস্থায়, একক ক্রেতা হিসেবে বিউবো কর্তৃক তার নিজস্ব মালিকানাধীনসহ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবহার্য আয়ুষ্কাল (Useful Life), দক্ষতা, জ্বালানির ধরন এবং বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির মেয়াদকাল বিবেচনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র/ইউনিটের অবসর (Retirement) সময়কাল যথাযথভাবে নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৬.১১ বিউবো এর মালিকানাধীন পুরাতন এবং অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের ক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য Feasibility Study সম্পাদন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে Feasibility Study সম্পাদন করে বিউবো এর মালিকানাধীন পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমুহের ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী বলে কমিশন মনে করে।

৬.১২ বাপবিবো এবং ডেসকো কর্তৃক নির্মিতব্য ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রসমূহ হতে ১৩২ কেভি লেভেলে বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। নির্মিত গ্রীড উপকেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে বাপবিবো এবং ডেসকো কর্তৃক ১৩২ কেভি লেভেলে বাল্ক বিদ্যুৎ ক্রয় করা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৬.১৩ বিদ্যুতের একক ক্রেতা হিসাবে বিউবো-কে পেট্রোবাংলা কর্তৃক দৈনিক ১,৩২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করার দাবি এসেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সংক্রান্ত কমিশনের ৩০ জুন ২০১৯ তারিখের আদেশে পেট্রোবাংলা এবং বিউবো কর্তৃক একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের আওতায় বিদ্যুতের একক ক্রেতার আওতাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে ২০১৯-২০ অর্থবছরে গড়ে দৈনিক ১,৩২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাদ্বয় অতিসত্ত্বর উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে কমিশন আশা করে।

৬.১৪ সরকারি নীতির কারণে প্রান্তিক ও সেচ গ্রাহককে স্বল্প মূল্যহারে দেয়া বিদ্যুতে আর্থিক ঘাটতি সরকারি অনুদানে সমন্বয় করার বিষয়ে গণশুনানিতে দাবী জানানো হয়েছে। ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনায় বিদ্যুতের মূল্যহার সহনীয় রাখার লক্ষ্যে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে সার্বিকভাবে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকি বিবেচনা করে কমিশন পাইকারি (বাল্ক) এবং খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণ করে থাকে। বিবেচ্য আবেদনের ক্ষেত্রেও সার্বিকভাবে বিদ্যুতের মূল্যহার সহনীয় রাখার জন্য পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে ভর্তুকি প্রদানের বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

৬.১৫ নির্ধারিত ক্যাপাসিটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ না করা হলে জরিমানা আদায় করা হয় না বলে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। বিউবো এর সাথে চুক্তিবদ্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহকে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি অনুযায়ী Available Capacity নিশ্চিত করতে হয় এবং ব্যর্থতায় জরিমানা আদায় করা হয় মর্মে বিউবো থেকে জানা যায়। বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত ক্যাপাসিটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিউবো কর্তৃক নিশ্চিত করা এবং ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে প্রদত্ত ক্যাপাসিটি চার্জ এবং জরিমানা আদায়ের হিসাব কমিশনকে অবহিত করা প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান।

৬.১৬ গণশুনানি-উত্তর মতামতে মূল্যহার প্রস্তাব মূল্যায়নে তথ্য প্রাপ্তি অনিশ্চিত মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল্যহার পরিবর্তনের জন্য কমিশনে দাখিলকৃত কোনো আবেদন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হবার পর আবেদনসহ কমিশনে প্রাপ্ত সকল তথ্য যে কোনো ব্যক্তিকেই কমিশন সরবরাহ করে থাকে। তবে আবেদনসমূহের বিষয়ে কোনো সম্পূরক তথ্যের প্রয়োজন হলে তা 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীর নিকট সরাসরি চাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিউবো কর্তৃক 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর আওতায় প্রণীত তথ্য প্রকাশ বা প্রদানের নীতিমালা/নির্দেশিকা অনুযায়ী চাহিত তথ্য প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সমীচীন বলে কমিশন মনে করে।

৬.১৭ অব্যবহৃত/স্বল্প ব্যবহৃত সমুদয় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ধরে অবচয় ধার্য করা হয় মর্মে গণশুনানি-উত্তর মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্যমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ মেথডলজি অনুযায়ী কোনো সম্পদ ব্যবহৃত এবং ব্যবহার্য (Used and Useful) হলে তা ট্যারিফ নির্ধারণে সম্পদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং অবচয় ধার্য করা হয়। বিউবো এর নিজস্ব মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ক্ষেত্রে নতুন সম্পদ ব্যবহৃত এবং ব্যবহার্য হলে মেথডলজি অনুযায়ী অবচয় নিরূপণ যথাযথ বিবেচিত হয়। বিউবো এর সাথে চুক্তিবদ্ধ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের ক্ষেত্রে সম্পদের অবচয় বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি অনুযায়ী ক্যাপাসিটি কস্ট হিসেবে মূল্যহারে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৬.১৮ সঠিক মাপে, মানে ও দামে বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সঞ্চালন পর্যায়ে মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কমিশন গ্রীড কোড প্রণয়ন করেছে (গেজেটে প্রকাশ প্রক্রিয়াধীন), বিতরণ পর্যায়ে Interruptions এবং Frequency এর তারতম্য হ্রাস করে গ্রাহক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছানোসহ বিদ্যুৎ বিতরণের সকল পর্যায়ে গুণগত মান নিশ্চিতকরণে ডিস্ট্রিবিউশন কোড প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যৌক্তিক মূল্যহারে ভোক্তার গুণগতমানসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের কমিশনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা/ কোম্পানী গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে কমিশন আশা প্রকাশ করে।

৬.১৯ বিদ্যুৎ, কয়লা, গ্যাস ও তেল খাতে মজুদ অর্থে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়নে কমিশনের আওতাধীনে তহবিল গঠনের বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। বিদ্যুৎ খাতে মজুদ অর্থের মধ্যে ভোক্তা নিরাপত্তা জামানত, পেনশন তহবিল, ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি খাতের অর্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ সকল তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা নেয়ার বিষয়ে 'স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের প্রভাব পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেয়া সমীচীন বলে কমিশন মনে করে।

৬.২০ বিউবো বিদ্যুতের একক ক্রেতা হওয়া সত্ত্বেও বিতরণ ইউটিলিটিসমূহ কর্তৃক সরাসরি বিদ্যুৎ ক্রয় সঙ্গতিপূর্ণ নয় মর্মে গণশুনানিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি নীতি সংশ্লিষ্ট হওয়ায় আরও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

৬.২১ বিউবো এর মালিকানাধীন ২২৫ মেগাওয়াট গ্যাসভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র দক্ষ হওয়া সত্তেও প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর কম থাকে মর্মে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে, যা বিবেচনার দাবী রাখে। ভোলায় গ্যাসের পর্যাপ্ততা থাকায় উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সর্বোচ্চ ক্যাপাসিটিতে চালানোর বিষয়ে বিউবো কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন।

৬.২২ বিদ্যুৎ গ্রাহকশ্রেণিতে ০১ জুলাই ২০১৯ থেকে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির একটি কারণ মর্মে গণশুনানিতে বিউবো উল্লেখ করেছে, যা যথাযথ নয়। এলএনজি আমদানির ফলে বিদ্যুৎ প্ল্যান্টসমূহে গ্যাসের সরবরাহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্যাসের মূল্যহার বাড়লেও গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন হ্রাসের ফলে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধিজনিত বর্ধিত জ্বালানি ব্যয় সমন্বয় হয়েছে বলে কমিশন মনে করে। তবে অন্যান্য কারণ-যথা ক্যাপাসিটি চার্জের পরিমাণ বৃদ্ধি, পূর্ববর্তী আদেশের তুলনায় আমদানিকৃত ফার্নেস অয়েলের মূল্যবৃদ্ধি, অবচয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে বিউবো এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে প্রতীয়মান।

৬.২৩ গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধিতে বিদ্যুতের মূল্যহার প্রভাবিত হবে না বলা হলেও বিদ্যুতের মুল্যহার পরিবর্তনের গণশুনানির আয়োজন করে কমিশন সে অবস্থান থেকে সরে এসেছে মর্মে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। এ বিষয়ে অনুচ্ছেদ ৬.২২ এ কমিশনের পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

৬.২৪ বিউবো এর নিজস্ব উৎপাদন ব্যয় নিরূপণে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিতখাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয় বিবেচনা করা, বিউবো এর মালিকানাধীন নির্মাণাধীন ৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিপরীতে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে ৬৬,০৫০ মিলিয়ন টাকার নতুন সম্পদ সংযোজন বিবেচনা করে অবচয় খাতে ১৫,৯১৭ মিলিয়ন টাকা ব্যয় নিরূপণ করা এবং গণশুনানির আলোচনা অনুযায়ী বিউবো এর ইক্যুইটির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের ০২ (দুই) বছর মেয়াদী ট্রেজারী বিলের সর্বশেষ (০৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের) নিলাম রেটের (৮.২৭%) অর্ধেক হারে (৪.১৪%) রেট অব রিটার্নসহ সরকারি ও বৈদেশিক ঋণের সুদের হার যথাক্রমে ৩% ও ৫% বিবেচনায় বিউবো এর রেট বেজের ওপর ভারিত গড় রেট অব রিটার্ন ৩.৬৯% হিসেবে রিটার্ন অন রেট বেজ নিরূপণ করা যথাযথ। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ের জন্য মার্কিন ডলারের গড় মূল্য ৮৪.৯৫ টাকা হিসেবে কয়লার মূল্য এবং বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদেয় ক্যাপাসিটি কস্ট নিরূপণ করা যুক্তিযুক্ত।

৭.০ একক ক্রেতা হিসেবে বিউবো এর রাজস্ব চাহিদা

৭.১ বিউবো এর পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, গণশুনানি-উত্তর মতামত/তথ্য এবং কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কমিশনের মূল্যায়নে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে বিউবো এর নীট বিদ্যুৎ ক্রয়, আমদানি ও উৎপাদনের প্রাক্কলন এবং রাজস্ব চাহিদা নিম্নরূপভাবে ধার্য করা হলো:

সারণি-১: বিদ্যুৎ উৎপাদন, ক্রয় ও আমদানির পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)
১	বিউবো এর নিজস্ব উৎপাদন	২৩,৬২২
২	হরিপুর এসবিইউ থেকে ক্রয়	২৬
৩	এপিএসসিএল থেকে ক্রয়	৬,৭২২
৪	ইজিসিবি থেকে ক্রয়	৪,৮৪৯
৫	নওপাজেকো থেকে ক্রয়	৯,৩৪৮
৬	আরপিসিএল থেকে ক্রয়	২২৬
৭	বিআর-পাওয়ারজেন থেকে ক্রয়	৩৬৩
৮	আইপিপি ও এসআইপিপি থেকে ক্রয়	২১,৯৪৬
৯	রেন্টাল এবং ক্যুইক রেন্টাল থেকে ক্রয়	৩,৮৯৬
১০	ভারত হতে আমদানি	৭,৮৬৭
১১	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয় ও আমদানির পরিমাণ (১+...+১০)**	**৭৮,৮৬৫**
১২	নন-গ্রীড নীট জেনারেশনের পরিমাণ	**১,৫৯৬**
১৩	গ্রীড নীট জেনারেশনের পরিমাণ	৭৭,২৬৯
১৪	সঞ্চালন লস (গ্রীড জেনারেশনের ২.৭৫% হিসেবে)	২,১২৫
১৫	**নীট বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ [১১-১৪)]**	**৭৬,৭৪০**

সারণি-২: একক ক্রেতা হিসেবে বিভিন্ন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয়

ক্রমিক নং	বিতরণ সংস্থা/ কোম্পানীর নাম	ভোল্টেজ লেভেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ বিক্রয় (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)				মোট বিক্রয় (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)
		২৩০ কেভি	১৩২ কেভি	৩৩ কেভি	৩৩ কেভি নন-গ্রীড	
১	বিউবো	১,৪৯২	১,২৫২	১০,০৩৪	৬৯১	১৩,৪৬৯
২	বাপবিবো	-	-	৩৭,৫৬০	৭২৮	৩৮,২৮৮
৩	ডিপিডিসি	-	৮,৯৩৬	১,৪৭৭	-	১০,৪১৩
৪	ডেসকো	-	২৫০	৫,৯২৮	-	৬,১৭৮
৫	ওজোপাডিকো	-	-	৩,৮৯৫	৬২	৩,৯৫৭
৬	নেসকো	-	-	৪,৩২০	১১৫	৪,৪৩৫
সর্বমোট বিক্রয়		**১,৪৯২**	**১০,৪৩৮**	**৬৩,২১৪**	**১,৫৯৬**	**৭৬,৭৪০**

সারণি-৩: বিউবো এর নিজস্ব উৎপাদন ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	জ্বালানি ব্যয়	৪২,৫২২
২	জনবল ব্যয়	৬,৭১৩
৩	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৬,০৪৭
৪	অফিস, প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়	৩,৪৩০
৫	অবচয়	১৫,৯১৭
৬	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি	৭২১
৭	রিটার্ন অন রেট বেজ	১০,৯০৯
৮	কর্পোরেট ট্যাক্স	-
৯	**বিউবো এর মোট নিজস্ব উৎপাদন ব্যয় (১+....+৮)**	**৮৬,২৫৯**
১০	অন্যান্য আয়	১৩,২৯৬
১১	**বিউবো এর নীট নিজস্ব উৎপাদন ব্যয় (৯-১০)**	**৭২,৯৬৩**

সারণি-৪: বিদ্যুৎ উৎপাদন, ক্রয় ও আমদানি ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	বিউবো এর নিজস্ব নীট উৎপাদন ব্যয়	৭২,৯৬৩
২	হরিপুর এসবিইউ থেকে ক্রয়	১২২
৩	এপিএসসিএল থেকে ক্রয়	২২,৫০৭
৪	ইজিসিবি থেকে ক্রয়	১৩,৮৭২
৫	নওপাজেকো থেকে ক্রয়	৪৯,৭৩৭
৬	আরপিসিএল থেকে ক্রয়	৪,২৭৫
৭	বিআর-পাওয়ারজেন থেকে ক্রয়	৭,৬৩৯
৮	আইপিপি ও এসআইপপি থেকে ক্রয়	১,৭১,৮৬২
৯	রেন্টাল এবং ক্যুইক রেন্টাল থেকে ক্রয়	৩২,৭৬৫
১০	ভারত হতে আমদানি	৪৫,৫৮৯
১১	**বিউবো এর নীট নিজস্ব উৎপাদন, ক্রয় ও আমদানি ব্যয় (১+.....+১০)**	**৪,২১,৩৩১**

সারণি-৫: বিদ্যুতের একক ক্রেতা হিসাবে বাল্ক পর্যায়ে বিউবো এর রাজস্ব চাহিদা

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১	বিউবো এর নীট নিজস্ব উৎপাদন, ক্রয় ও আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)	৪,২১,৩৩১
২	বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল (মিলিয়ন টাকা)	১১,৫১১
৩	**সর্বমোট নীট রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা) [১+২]**	**৪,৩২,৮৪২**
৪	সর্বমোট নীট রাজস্ব চাহিদা (টাকা/কি.ও.ঘ.)	৫.৬৪
৫	বিদ্যমান বাল্ক মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)*	৪.৭৭
৬	**ঘাটতি (টাকা/কি.ও.ঘ.) [৪-৫]**	**০.৮৭**
৭	বৃদ্ধি প্রয়োজন (%)	১৮.২৪%

*কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশ অনুযায়ী গড় পাইকারি মূল্যহার ছিল ৪.৮৪ টাকা/কি.ও.ঘ.। বাপবিবো এর বিদ্যুতের চাহিদা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির ফলে গড় পাইকারি মূল্যহার ৪.৭৭ টাকা/কি.ও.ঘ. এ দাঁড়াবে।

৭.২ বর্ণিত প্রাক্কলনের ভিত্তিতে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে বিউবো এর নীট রাজস্ব চাহিদা ৪,৩২,৮৪২ মিলিয়ন টাকা বা ৫.৬৪ টাকা/কি.ও.ঘ. বিবেচনা করা যায়। বিউবো-কে বছরে ৩,৬০০ কোটি টাকা বা ০.৪৭ টাকা/কি.ও.ঘ. হারে ভর্তুকি প্রদান বিবেচনায় বিউবো এর ভারিত গড় পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার ৫.১৭ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা যায়।

৮.০ মূল্যহার আদেশ

সার্বিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে কমিশনের আদেশ হলো যে:–

৮.১ প্রতি কিলোওয়াট-ঘণ্টা ০.৪৭ টাকা হারে সরকারি ভর্তুকি বিবেচনায় বিউবো এর ভারিত গড় পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার ৫.১৭ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা হলো।

৮.২ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের বিতরণ ব্যয়ের ভিন্নতা বিবেচনায় বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনঃনির্ধারণ করা হলো। পুনঃনির্ধারিত পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার এবং শর্তাবলী এ আদেশের অংশ হিসেবে **পরিশিষ্ট-'ক'** এ সংযুক্ত করা হলো।

৮.৩ বিউবো প্রতিমাসে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের নিকট বিল প্রেরণের পাশাপাশি মোট বিদ্যুৎ (কি.ও.ঘ.) বিক্রয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে সরকারের নিকট ০.৪৭ টাকা/কি.ও.ঘ. হারে ভর্তুকির চাহিদা প্রেরণ করবে এবং প্রাপ্ত অর্থ বিউবো প্রকৃত ব্যয়ের Cost Recovery এর অংশ বিবেচনায় আয় হিসেবে হিসাবভুক্ত করবে।

৮.৪ বিউবো এর আওতাবহির্ভূত কারণে [যথা: (১) গ্যাস সরবরাহের প্রকৃত পরিমাণ রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণে প্রাক্কলিত দৈনিক ১,৩২০ মিলিয়ন ঘনফুট থেকে, (২) আমদানিকৃত তেলের প্রকৃত মূল্য রাজস্ব চাহিদা প্রাক্কলনে বিবেচিত মূল্য থেকে এবং (৩) বৈদেশিক মুদ্রার প্রকৃত বিনিময় হার রাজস্ব চাহিদা প্রাক্কলনে বিবেচিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার থেকে হ্রাস/বৃদ্ধি] একক ক্রেতার প্রকৃত ব্যয় অধিক হলে সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত ভতুর্কির প্রয়োজন হবে এবং প্রকৃত ব্যয় কম হলে প্রদত্ত ভর্তুকির সাথে তা সমন্বয় হবে।

৮.৫ বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিলের বিদ্যমান জমার হার (০.১৫ টাকা/কি.ও.ঘ.) অপরিবর্তিত থাকবে।

৮.৬ বিলম্বে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর ক্ষেত্রে বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল মাসে ১% সরল হারে অপরিবর্তিত থাকবে।

৮.৭ বিউবো আগামী ৩০ জুন ২০২০ তারিখের মধ্যে তার মালিকানাধীন ১৯৪ মেগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতার ৩ (তিন) টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র [সিলেট ২০ মেগাওয়াট, ঘোড়াশাল ১১০ মেগাওয়াট (ইউনিট ১ ও ২) এবং হরিপুর ৬৪ মেগাওয়াট (ইউনিট ১ ও ২)] অবসরে (Retirement) পাঠাবে এবং উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের বর্তমান জনবলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

৮.৮ বিউবো তার পুরাতন এবং অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের ক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে Feasibility Study সম্পাদন করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮.৯ 'Merit Order Dispatch Principle' অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহ-চাহিদার সামঞ্জস্যতা সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি-না তা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করার জন্য বিউবো, NLDC ও পিজিসিবি এর একজন করে প্রতিনিধি এবং দুই জন বহিঃ বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে বিউবো একটি কমিটি গঠন করবে।

৮.১০ তেলভিত্তিক রেন্টাল এবং কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির বর্তমান মেয়াদকাল শেষ হবার পর পুনরায় মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না।

৮.১১ যে সকল অঞ্চলে গ্যাস নেটওয়ার্ক আছে সে সকল এলাকায় নতুন তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং নতুন তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি করা যাবে না।

৮.১২ বিউবো তার মালিকানাধীন ভোলা ২২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যথাসম্ভব সর্বোচ্চ ক্যাপাসিটিতে চালানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮.১৩ একক ক্রেতা হিসেবে বিউবো আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে বর্তমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের ব্যবহার্য আয়ুষ্কাল, দক্ষতা, জ্বালানির ধরন এবং বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির মেয়াদকাল বিবেচনায় সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র/ইউনিটের (নিজস্ব মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র/ইউনিটসহ) অবসর সময়কাল যথাযথভাবে প্রণয়ন করবে এবং তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

৮.১৪ বাপবিবো এবং ডেসকো যে সকল স্থানে ১৩২ কেভি অবকাঠামো নির্মাণ করেছে সে সকল স্থানে ১৩২ কেভি লেভেলে বিউবো এর নিকট থেকে বাল্ক বিদ্যুৎ ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

৮.১৫ বিউবো 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী তথ্য প্রকাশ বা প্রদানের নীতিমালা/নির্দেশিকা অনুযায়ী স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব সম্পর্কিত চাহিত তথ্য প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

৮.১৬ বিউবো তার একক ক্রেতার Function পৃথক এবং সুনির্দিষ্ট করবে। বিউবো ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে একক ক্রেতার আয়-ব্যয় এবং দায়-সম্পদের হিসাব পৃথকভাবে সংরক্ষণ করবে এবং পৃথক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করবে।

৮.১৭ বিউবো বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের বিশদ বিবরণ, আওতাধীন এলাকা, ব্যয়, অর্থায়নের উৎস, বাস্তবায়নকাল ইত্যাদি তথ্য সাইন বোর্ডের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে অবহিত করবে।

৮.১৮ বিউবো অবচয় তহবিলের বিগত ১০ (দশ) বছরের জমা, ব্যয় ও স্থিতিসম্বলিত একটি প্রতিবেদন আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করবে।

৮.১৯ বিউবো বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত ক্যাপাসিটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করবে এবং প্রদত্ত ক্যাপাসিটি চার্জ ও জরিমানা আদায়ের হিসাব ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবে।

৮.২০ জারীকৃত এ আদেশ **বিল মাস মার্চ ২০২০** হতে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)
সদস্য

(মোহাম্মদ আবু ফারুক)
সদস্য

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

(মোঃ আব্দুল জলিল)
চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট-'ক'

পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০

	বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহ	পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)
১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর বিতরণ অঞ্চলসমূহ	
	২৩০ কেভি	৫.৮২০০
	১৩২ কেভি	৫.৮৪৯৫
	৩৩ কেভি	৫.৯০৮৮
২	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ	
	১৩২ কেভি	৪.৩২৩৮
	৩৩ কেভি	৪.৩৬৭৯
৩	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	
	১৩২ কেভি	৬.৩৮৮২
	৩৩ কেভি	৬.৪৫৩১
৪	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড	
	১৩২ কেভি	৬.৩৮৭৪
	৩৩ কেভি	৬.৪৫২৩
৫	ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	
	১৩২ কেভি	৫.৩২২৭
	৩৩ কেভি	৫.৩৭৭১
৬	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড	
	১৩২ কেভি	৫.০০৩৩
	৩৩ কেভি	৫.০৫৪৪

২। শর্তাবলী:

(ক) বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের ২৩০, ১৩২ ও ৩৩ কেভি বিদ্যুৎ সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) ০.৯০ এর কম রেকর্ড হলে নিম্নলিখিত হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে:

(১) বিদ্যুৎ সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পিএফ ০.৯০ এর অব্যবহিত নিম্ন থেকে পিএফ ০.৮৮ পর্যন্ত প্রতি ০.০১ পিএফ কমের জন্য এনার্জি চার্জের ০.৫০% (শূণ্য দশমিক পাঁচ শূণ্য শতাংশ) হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে।

(২) বিদ্যুৎ সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পিএফ ০.৮৮ এর অব্যবহিত নিম্ন থেকে পিএফ ০.৮০ পর্যন্ত প্রতি ০.০১ পিএফ কমের জন্য এনার্জি চার্জের ১.০০% (এক শতাংশ) হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে।

(৩) বিদ্যুৎ সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পিএফ ০.৮০ এর অব্যবহিত নিম্ন থেকে পিএফ ০.৭৫ পর্যন্ত প্রতি ০.০১ পিএফ কমের জন্য এনার্জি চার্জের ১.৫০% (এক দশমিক পাঁচ শূণ্য শতাংশ) হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে।

(খ) বিলম্বে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর ক্ষেত্রে বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল মাসে ১% (এক শতাংশ) সরল হারে অপরিবর্তিত থাকবে।

(গ) রেয়াতি সুবিধা বণ্টনের লক্ষ্যে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের আর্থিক, ভৌগোলিক ও অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে কমিশন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহকে ব্রেক-ইভেনে (না লাভ-না ক্ষতি) পরিচালনার নিমিত্ত বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের নীট রাজস্ব চাহিদা নিরূপণপূর্বক প্রত্যেক পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ভিন্ন ভিন্ন মূল্যহার স্থির করবে। অর্থবছর শেষে প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় উক্ত মূল্যহার পুনঃস্থির (refix) করা যাবে।

৩। পুনঃনির্ধারিত পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার এবং এ সংক্রান্ত শর্তাবলী **বিল মাস মার্চ ২০২০** হতে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

২৭/২/২০
(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)
সদস্য

২৭.২.২০২০
(মোহাম্মদ আবু ফারুক)
সদস্য

২৭/০২/২০২০
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

২৭/২/২০২০
(মোঃ আব্দুল জলিল)
চেয়ারম্যান